ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৯৬১
আগরতলা, ০২ নভেম্বর, ২০২৩

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাগৃহে সম্প্রতি পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন, শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য সদস্যাগণ ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় রেশম শিল্প দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, চলতি অর্থবছরে পশ্চিম জেলার ৩টি রেশম শিল্প কেন্দ্র এলাকার ১৫০টি পরিবারের ৪৯.১৪ একর জমিতে তুঁত চাষ করা হয়েছে। এই তুঁতচাষীদের কাছ থেকে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৪৮ টাকার ১৯৬ কেজি ৮০০ গ্রাম রেশমগুটি ক্রয় করা হয়েছে। খাদি কমিশনের প্রতিনিধি সভায় জানান, প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রামে চলতি অর্থবছরে পশ্চিম জেলার ৪৯৫ জনের ঋণের আবেদন বিভিন্ন ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। এরমধ্যে ১৫৬ জনের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৮৮ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, এবছর স্বাবলম্বন প্রকল্পে পশ্চিম জেলার ১২৪ জনের ঋণের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। ২৭ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পে ১৮টি পেশাগত কারিগরি কাজের জন্য বা যারা বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করছে তাদের বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া হবে। এরমধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষায় ৫ দিনের প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ শেষে ১৫ হাজার টাকা করে নন-রিফান্ডেবল আর্থিক সহায়তা। এছাড়া তাদের দেওয়া হবে পিএম বিশ্বকর্মা আই ডি কার্ড ও সার্টিফিকেট। উদ্যোগী কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণার্থিদের ৫ শতাংশ সুদে এক লক্ষ টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকা ঋণও দেওয়া হবে। যেসব শিল্পী বা পেশাগত কারিগরগণ এই সুবিধা পাবেন তারা হলেন, কাঠমিস্ত্রি, চর্মশিল্পী, লৌহশিল্পী, ক্ষৌরকর্মী, পোশাক প্রস্তুতকারী, মাছধরার জালনির্মাতা, রাজমিস্ত্রি, নৌকা প্রস্তুতকারক, মৃৎ শিল্পী, ভাস্কার্য শিল্পী, ফুল বিক্রেতা, ধোপাকর্মী, স্বর্ণশিল্পী, ঝাঁড়ু প্রস্তুতকারক, ঝুড়ি, পুতুল বা খেলনা প্রস্তুতকারক।

*****